হরিণাকুণ্ডুতে আইন শৃঙ্খলা ও সন্ত্রাস নাশকতা প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলায় মাদক, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ে আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্টিত হয়েছে। গত সোমবার হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন, ভুমি কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস, হরিনাকুন্ডু থানা অফিসার ইনচার্জ আছাদুজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান, শহিদুল ইসলাম (শিলু), কৃষি অফিসার আরশেদ আলী চৌধুরী, সমাজসেবা অফিসার মোহাম্মদ হোসেন খাঁন, উপজেলা পঃপঃ কর্মকর্তা ডা. জামিনুর রশিদ সহ বিভিন্ন দপ্তর প্রধান, ফলসী ইউপি চেয়ারম্যার ফজলুর রহমান সহ বিভিন্ন ইউপি চেয়ারম্যান বৃন্দ, প্রেসক্লাব সভাপতি এম.সাইফুজ্জামান তাজু প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ বলেন, সমাজ থেকে মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে একাত্বকতা ঘোষণা করেন এবং উপস্থিত সকলে এমন অপরাধ কে না বলি এই মর্মে অঙ্গীকার করেন।

মেপ্র/ আরপি

ঝিনাইদহে ইউপি চেয়ারম্যানের সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৪নং হলিধানী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান

মতিয়ার রহমান মতির বিরুদ্ধে ফেসবুক, অনলাইন পত্রিকাসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে তথ্য বিভ্রান্ত করে মিথ্যা অপপ্রচার রটানোর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার দুপুরে ইউনিয়ন পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যপাঠ করেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান।

লিখিত বক্তব্যে তিনি জানান ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের অবর্তমানে বিধিমোতাবেক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে ১৭ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছি কিন্তু ঈর্ষানিত হয়ে ইউনিয়নের নাটাবাড়ীয়া গ্রামের বাল্লক মন্ডল, বিল্লাল ও শাহীন সরকারী বিভিন্ন অফিসে আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ দাখিল করছে এবং উদ্দ্যেশ প্রণোদিত ভাবে আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকদের নিকট মিথ্যা তথ্যদিয়ে বিভ্রান্তি মূলক সংবাদ প্রচার করছেন যা সম্পর্ন মিথ্যা ভিত্তিহীন। তিনি আরও বলেন আমি কোন নিয়ম বহির্ভূত কাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের সচিব শহিদুল ইসলাম, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজিজ, ইউপি মেম্বর কবির হোসেন, তাইজুল ইসলাম, আবুল হোসেন, আঃ রাজ্জাক, শরিফুল ইসলাম, আমির হোসেন, খলিলুর রহমান, সংরক্ষিত মহিলা আসনের ইউপি সদস্য হালিমা খাতুন,ছামছুন্নাহার ও পারুলা খাতুনসহ এলাকাবাসী।

মেপ্র/আরএম

আরো পড়ুন:
গাংনী ইউএনও কার্যালয় ও পৌরসভার বিদ্যুৎ বিল বাকি ৩০ লাখ টাকা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন

অধিদপ্তরের ৩০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষীকি উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের ৩০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষীকি উপলক্ষে মেহেরপুরে সংবাদ সম্মেলন করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর শহরের বোসপাড়ায় অবস্থিত জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের উপরিদর্শক শাহজালাল খান। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কোর্ট ইন্সপেক্টর আব্দুল ওহাব, জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোযাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু। ৩০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষীকি উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী নানা অন্যষ্ঠানের আয়োজন করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর।

আগামী ২ জানুয়ারী থেকে ৭ জানুয়ারী পর্যন্ত চলবে নানা কর্মসূচি। সপ্তাব্যাপী অনুষ্ঠান মালার মধ্যে রয়েছে, ২ তারিখ র্যালী, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পন, আলোচনা সভা, ওপেন ডে, আলোক সজ্জিতকরন,

৩ তারিখ জুমার নামাযের খুতবায় মাদক সম্পর্কে বয়ান, ৪ তারিখ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধি আলোচনা ও শপথ বাক্য পাঠ, ৫ তারিখ মাদক বিরোধী সর্টফ্লিম প্রদর্শন,

৬ তারিখ যানবাহন ও পাবলিক প্লেসে মাদক বিরোধী স্টিকার লাগানো, ৭ তারিখ স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে সপ্তাব্যাপী আয়োজনের সমাপ্তি।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে স্বামী ও ছেলের সন্ধানের দাবিতে এক গৃহবধুর সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার দরবেশপুর গ্রামের পূর্বপাড়া থেকে সাদা পোশাকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে হাকিম হোসেন ও আব্দুস সালাম নামের দুই পিতা পুত্রকে বাড়ি থেকে গভির রাতে তুলে নিয়েছে কে বা কারা।

তাদের সন্ধানের দাবিতে হাকিম হোসেনের স্ত্রী গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে মেহেরপুর জেলায় কর্মরত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ফরিদা খাতুন লিখিত বক্তব্যে জানান, গত ১৪ সেপ্টম্বর শনিবার দিবাগত রাত ২টার দিকে সাদা পোশাক ধারী ১০/১৫ জন ব্যক্তি আমার স্বামী হাকিম হোসেন (৫০) ও একমাত্র ছেলে আব্দুস সালামকে অস্ত্রের মুখে হাতে হ্যান্ডকাফ পড়িয়ে আটক করে নিয়ে আসে। আমি এসময় তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করলে ধমক দিয়ে চুপ থাকতে বলে, বলেন প্রয়োজন শেষে রেখে যাব, চিন্তার কোন কারণ নেই।

পরে নিল রঙের একটি গাড়িতে করে মেহেরপুরের দিকে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে নিয়ে আসার ৬দিন পার হলেও তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা।

এ ঘটনার পর গত ১৭ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর সদর থানায় জিডি করতে গেলে ডিউটি অফিসার জিডি গ্রহণ না করে ওসি সাহেবের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। পরবর্তীতে আজ ১৯ সেপ্টেম্বর পুনরায় জিডি করতে গেলে ডিউটি অফিসার একই কথা বলেন। পরে ওসি সাহেবের সাথে জিডির বিষয়ে কথা বলতে গেলে তিনি বলেন, আপনার জিডি আমাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব না, পারলে অন্য জায়গায় খোঁজ করেন। এর মধ্যে আমি ডিবি অফিস, র্যাব অফিস ও যৌথবাহিনীর সাথে যোগাযোগ করলেও তারাও কোন সন্ধান দিতে পারেননি।

তিনি অসহায় কন্ঠে বলেন, আমার স্বামী ও ছেলে যদি অপরাধি হয়। তাহলে তাদের শাস্তি দেওয়া হোক। পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কেউ আটক করে বলুক। অন্তত জানতে পারবো তারা বেঁচে আছে। কিন্তু এভাবে গোপনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে কেন। কার কাছে আমার স্বামী ও ছেলের

সন্ধান পাব। আমার পরিবারে তারা দুজন ছাড়া আর কোন পুরুষ সদস্য নাই। এক বছরের নাতি ছেলে সারাদিন আব্বু বলে কাদছে, আমি কোন জবাব দিতে পারছি না।

উল্লেখ্য, গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতে ওই গ্রামে রোকন ও হাসান নামের দুই চাচাত ভাইকে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। ওই ঘটনার পর থেকেই এলাকার কয়েক জনকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পরে তাদের ছেড়ে দিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে।

মেপ্র/ নিজস্ব প্রতিবেদক